দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 4 NOV 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বেসরকারি ভার্সিটির সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষার মান

■ নিজামুল হক

১৯৯২ সালে যাত্রার পর দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্তমানে ৬৩তে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার মান নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়ে গেছে। বিশ্লেষকরা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সরকারের যে উদ্যোগ ও আগ্রহ রয়েছে, শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে তেমন মনোযোগ বা উদ্যোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) শিক্ষার মান বৃদ্ধির বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু সুপারিশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে হাতে গোনা কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ভালো। দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বাড়েনি একথা ইউজিসিও স্বীকার করেছে। ইউজিসি তাদের সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেছে, বিগত কয়েক দশকে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিঃসন্দেহে অনেকাংশে সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, সংখ্যাগত সম্প্রসারণ ঘটলেও উচ্চশিক্ষার গুণগতমান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপনীত হয় নি। তাই উন্নত দেশের আদলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে অবিলম্বে 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে এ কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা অপরিহার্য।

অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের খসড়া মন্ত্রণালয়ে

ইউজিসির এক কর্মকর্তা বলেন, দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মালিক তাদের দ্বন্দ্ব সামাল দিতেই হিমশিম খাচ্ছেন। এ কারণে অন্য বিষয়ে তাদের নজর নেই। দেশের ১০টির বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। এগুলো সামাল দিতে ইউজিসিও ব্যর্থ হচ্ছে। তবে দীর্ঘ দিন ধরে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল না হওয়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এই কাউন্সিলের মাধ্যমে শিক্ষার মান নির্ণয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেটিং করা যাবে। শিক্ষার্থীরা এই তালিকা দেখে ভালো বিশ্ববিদ্যালয় যাচাইয়ের সুযোগ পাবে।

জানা গেছে, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই যোগ্য ও সিনিয়র শিক্ষক। কখনো শিক্ষকতা পেশায় ছিলেন না এমন কর্মকর্তাও অবসরে গিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে যান, ক্লাস নেন। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট পদে কর্মরত থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেন। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষকই খণ্ডকালীন। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পার্টটাইম শিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপকরা থাকলেও তারা আসেন না, ক্লাস নেন না। ফলে শিক্ষার মান ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

অভিযোগ রয়েছে, কোন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নতুন শিক্ষকদের এক একটা ট্রেনিং সেন্টার। এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমায় তারা। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আবার কম বেতনে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছ থেকে বেশিদিন পাঠ গ্রহণ করতে পারে না। আবার নতুন শিক্ষক, নতুন করে পরিচয়, নতুন করে পড়ার স্টাইল ইত্যাদি রপ্ত করতে করতেই সেমিস্টার শেষ। রফিকুল ইসলাম নামে বিবিএ উত্তীর্ণ এক শিক্ষার্থী জানান, প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ দেয়ার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা বোর্ড বসছিল। ওই বোর্ড আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমি কত বেতনে চাকরি করতে রাজি আছি। তারা আমার মেধা যাচাই করার কোন প্রশ্নই করল না। রফিকুল ইসলাম বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হতে মেধার দরকার নেই। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আরিফ জানান, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ভালো নয়। শিক্ষার মান ভালো করার জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি ও সিনিয়র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। কিন্তু হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দুটোর অবস্থা নাজুক।

রাজধানীর অতীশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুর রহমান খোকন বলেন, শিক্ষক যোগ্যতা সম্পন্ন হলে শিক্ষার মান ভালো হয়। কিন্তু অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় না। এ কারণে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে রয়েছে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আতিক বলেন, শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও পরীক্ষা পদ্ধতির ওপর শিক্ষার মান অনেকটা নির্ভর।

ইউজিসি জানিয়েছে, মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম পূর্ব শর্ত হচ্ছে পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতিকে যুগোপযোগীকরণ এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী সমসাময়িক বিষয়াবলীর উপর জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধকরণ। উন্নত বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমকালীন কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষার্থীদের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রেডিট ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করা এবং উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী বলেন, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ণয় সম্ভব নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কেমন তা নির্ধারণে একটি অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের খসড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। এটি পাস হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নির্ণয় করা যাবে। ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা করা যাবে।